[২০১৯] ৪ এস. সি. আর. ১০৬৯

রাঘবেন্দ্র শরণ সিং

বনাম

রাম প্রসন্ন সিং (মৃত) এল. আর. এস দ্বারা

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং, ২৯৬০)

১৩ মার্চ, ২০১৯

[এল নাগেশ্বর রাও এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮-বা ৭, আরএলএল-আপিলকারীর পিতা (মূল বাদী) এবং তাঁর ভাই যৌথভাবে বিতর্কিত জমি কিনেছিলেন এবং নিবন্ধিত উপহার দলিল কার্যকর করেছিলেন। ২০০১ সালে আপিলকারীর পক্ষে-আপিলকারী যৌথ হিন্দু পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ করার জন্য তাঁর ভাই এবং অন্যদের বিরুদ্ধে বিভাজন মামলা দায়ের করেছিলেন-২০০১ সালের মামলায় মূল বাদী বিবাদী নং ১০ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন-মূল বাদী ২০০৩ সালে আপিলকারীর বিরুদ্ধে শিরোনাম মামলা দায়ের করেছিলেন এই ঘোষণার জন্য যে আপিলকারীর পক্ষে সম্পাদিত উপহার দলিলটি ছদ্মবেশী-আপিলকারী আবেদনটি ৭ নিয়ম এর অধীনে আরএলএল এই ভিত্তিতে অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ-প্রত্যাখ্যাত-আপিলকারী উচ্চ আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছিলেন-খারিজ-আপিলের ভিত্তিতে বলা হয়েছেঃ এটি বিতর্কিত নয় যে উপহার দলিল, একটি নিবন্ধিত উপহার দলিলটি মূল বাদী নিজেই তার ভাইয়ের সাথে কার্যকর করেছিলেন-২০০৩ সাল পর্যন্ত, প্রায় ২২ বছর ধরে, বাদী বা তার ভাই (যিনি ১৫.১২.২০০২-এ মারা গিয়েছিলেন) কেউই তার জীবদ্দশায় দাবি করেননি যে উপহার দলিলটি উপহারের দলিল ছিল-এটি আপিলকারী যিনি ২০০১ সালে তার ভাইদের বিরুদ্ধে পার্টিশন মামলা দায়ের করেছিলেন যেখানে এমনকি বাদীও বিবাদী নং ১ হিসাবে পক্ষ ছিলেন- ১০-সমন এবং উক্ত মামলায় অভিযোগের অনুলিপি ২০০১ সালে বাদীকে দেওয়া হয়েছিল-তা সত্ত্বেও, তিনি ২০০৩ সালে বর্তমান মামলাটি চালু করেছিলেন-চতুরতার সাথে খসড়া তৈরি করে, বাদী সীমাবদ্ধতার সময়সীমার মধ্যে মামলাটি আনার চেষ্টা করেছিলেন যা অন্যথায় সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল-বাদী কখনই উপহার দলিলটি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করেননি-এই জাতীয় প্রার্থনাটি চতুরতার সাথে জিজ্ঞাসা করা হয়নি-যদি এই জাতীয় প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করা হত, তবে মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে মনে করা যেতে পারে অনুচ্ছেদ, ৫৯, সীমাবদ্ধতা আইন এবং তাই, সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কেবল একটি ঘোষণা চাওয়া হয়েছিল-হাইকোর্ট এবং ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত রায়টি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল-আবেদনকারীর দ্বারা আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি-এর নিয়ম ৭ নিয়ম ॥ দ্বারা অনুমোদিত, সীমাবদ্ধতা আইন,

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

বলেঃ ১.১. বাদী সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে বাদী এবং তার ভাই ০৬.০৩.১৯৮১-এ উপহার দলিলটি সম্পাদন করেছেন। এটি স্বীকার করা হয় যে উপহার দলিলটি একটি নিবন্ধিত উপহার দলিল। এটিও অভিযোগ থেকে বেরিয়ে আসে যে ২০০৩ সাল পর্যন্ত, বাদী বা তার ভাই (তার জীবদ্দশায়) কেউই ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলকে বিরোধ করেননি বা কোনও সময়ে দাবি করেননি যে ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলটি উপহারের একটি শোভনীয় দলিল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি এখানে বিবাদী-আবেদনকারী যিনি ২০০১ সালে তার ভাইদের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেছিলেন যেখানে বাদী এমনকি প্রতিবাদী নং ১০ হিসাবে পক্ষ ছিলেন এবং এটি ছিল মূল আসামীর দ্বারা দায়ের করা একটি বিভাজন মামলা। এটি প্রতীয়মান হয় যে সমন এবং অভিযোগের অনুলিপি-২০০১ সালের টি. এস. (পার্টিশন) স্যুট নং ২০৩-বাদীকে ২০০১ সালেই প্রদান করা হয়েছিল। তবুও, বাদী বাদী বাদীটিতে দাবি করেছেন যে এটি ১০.০৪.২০০৩-এ উপহার দলিলের বিষয়ে বাদীকে অবহিত করেছে। সুতরাং, এটি অভিযোগের বিবৃতি থেকে জন্ম নিয়েছে যে, ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাদী কখনও উপহার দলিলের বিরোধিতা করেননি এবং/অথবা কখনও দাবি করেননি যে ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলটি উপহারের একটি আড়ম্বরপূর্ণ দলিল ছিল। [অনুচ্ছেদ ৬.১] [১০৭৭-জি-এইচ; ১০৭৮-এ-সি]

১.২. উভয় নিম্ন আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে গঠনমূলক ভুল করেছে। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এটি অস্বীকার করা হয়নি যে দানপত্রটি মূল বাদী নিজে এবং তার ভাই একসঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। দানপত্রটি একটি রেজিস্টার্ড দানপত্র ছিল। দানপত্র সম্পাদনের বিষয়টি বাদী অস্বীকার করেননি। বাদীর বক্তব্য হলো যে দানপত্রটি একটি মিথ্যা দানপত্র এবং তাই এটি তার উপর বাধ্যতামূলক নয়। প্রায় ২২ বছর ধরে, বাদী বা তার ভাই (যিনি ১৫.১২.২০০২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন) কোনো সময় দাবি করেননি যে দানপত্রটি একটি মিথ্যা দানপত্র ছিল। দানপত্রের একজন প্রণেতা – বাদীর ভাই জীবদ্দশায় কখনোই দাবি করেননি যে দানপত্রটি একটি মিথ্যা দানপত্র। বিভাজন মামলার টি. এস. পার্টিশন মামলা নং, ২০৩, ২০০১) সমন ২০০১ সালেই বিবাদী নং ১০ – এখানে বাদী – এর কাছে পৌঁছানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, তিনি ২০০৩ সালে বর্তমান মামলা দায়ের করেন। এমনকি মামলার অভিযোগ থেকে বোঝা যায় যে ২২ বছরের এই সময়কাল অর্থাৎ ১৯৮১ থেকে ২০০১/২০০৩ পর্যন্ত সময়ে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি,

দ্বারা মামলার সম্পত্তি আপিলকারী দ্বারা বন্ধক রাখা হয়েছিল এবং বন্ধক দলিলটি বিবাদী দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল। চতুরতার সাথে খসড়া তৈরি করে বাদী মামলাটি সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছেন যা অন্যথায় সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। [অনুচ্ছেদ ৭] [১০৮১-ডি-এইচ; ১০৮২-এ]

১.৩. বাদী কখনও উপহার দলিলটি বাতিল করার জন্য কোনও ঘোষণার জন্য আবেদন করেননি। এই জাতীয় প্রার্থনা চতুরতার সাথে জিজ্ঞাসা করা হয় না। যদি এই জাতীয় প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করা হত, তবে সেই ক্ষেত্রে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫৯ অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে মামলাটি স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ বলে বলা যেতে পারে এবং তাই, সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কেবল একটি ঘোষণা চাওয়া হয়, বিশেষত, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫৯ অনুচ্ছেদ। উপরোক্ত দিকটিও হাইকোর্টের পাশাপাশি বিদ্বান বিচার আদালতও বিবেচনা করেনি। হাইকোর্টের পাশাপাশি বিদ্বান বিচার আদালত উভয়ই দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান না করে ভুল করেছে। হাইকোর্টের পাশাপাশি ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য আবেদনকারী দ্বারা জমা দেওয়া আবেদনটি এতদ্বারা অনুমোদিত এবং ২০০৩ সালের শিরোনাম মামলা নং ১৯-এর অভিযোগটি _ এতদ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়। [আনুচ্ছেদ ৭.১, ৯][১০৮২-বি-ডী, জি-এইচ; ১০৮৩-এ]

টি. অরিবন্দন্দম বনাম টি.ভি. সত্যপাল (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ৪৬৭ : [১৯৭৮] ১ এসসিআর ৭৪২ ; রাম সিং বনাম গ্রাম পঞ্চায়েত মেহাল কালান (১৯৮৬) ৪ এসসিসি ৩৬৪ ; মাদানুরি শ্রী রামা চন্দ্র মূর্তি বনাম সৈয়দ জালাল (২০১৭) ১৩ এসসিসি ১৭৪: [২০১৭] ৫ এসসিআর ২৯৪; চার্চ অফ ক্রাইস্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং এডুকেশনাল চ্যারিটেবল সোসাইটি বনাম পন্নিয়াম্মান এডুকেশনাল ট্রাস্ট (২০১২) ৮ এসসিসি ৭০৬ : [২০১২] ৬ এসসিআর ৪০৪; এ.বি.সি. ল্যামিনার্ট প্রাইভেট লিমিটেড বনাম এ.পি. এজেন্সিস (১৯৮৯) ২ এসসিসি ১৬৩ : [১৯৮৯] ২ এসসিআর ১; সোপান সুখদেও সাবলে বনাম অ্যাসিস্ট্যান্ট চ্যারিটি কমিশনার (২০০৪) ৩ এসসিসি ১৩৭ : [২০০৪] ১ এসসিআর ১০০৪; শাম লাল ওরফে কুলদীপ বনাম সঞ্জীব কুমার (২০০৯) ১২ এসসিসি ৪৫৪ : [২০০৯] ৫ এসসিআর ১০৪৯; এন.ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি বনাম মরিয়াম্মা (মৃত) প্রস্তাবিত উত্তরাধিকারীদের দ্বারা এআইআর ২০০৫ এসসি ২৮৯৭ : [২০০৫] ১ সাপ্লি. এসসিআর ৪১১; রাম প্রকাশ গুপ্ত বনাম রাজীব কুমার গুপ্ত (২০০৭) ১০ এসসিসি ৫৯ : [২০০৭] ১০ এসসিআর ৫২০ – নির্ভর করা হয়েছে। ব্লুম ডেকর লিমিটেড বনাম সুভাষ হিমাতলাল দেশাই (১৯৯৪) ৬ এসসিসি ৩২২ : [১৯৯৪] ৩ সাপ্লি. এসসিআর ৩২২ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[১৯৭৮] ১ এস. সি. আর. ৭৪২	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৩**
(১৯৮৬) ৪ এস. সি. সি. ৩৬৪	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৩**
[২০১৭] ৫ এস. সি. আর. ২৯৪	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৩**
[২০১২] ৬ এস. সি. আর. ৪০৪	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৫**
[১৯৮৯] ২ এস. সি. আর. ১ -	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৫**
[১৯৯৪] ৩ সম্পূরকর এস. সি. আর. ৩২২	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৫**
[২০০৪] ১ এস. সি. আর. ১০০৪	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৫**
[২০০৯] ৫ এস. সি. আর. ১০৪৯	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৫**
[২০০৫] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৪১১	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৫**
[২০০৭] ১০ এস. সি. আর. ৫২০	**নির্ভর করেছিল**	**অনুচ্ছেদ ৪.৫**

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ উপর নির্ভর করেছিল ২৯৬০ সাল ২০১৯।

২০০৬ সালের ১৮২৯ নং দেওয়ানি সংশোধনে পাটনার হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ১২.০৩.২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

লক্ষ্মী রমন সিং, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী।

ব্রজেশ ভার্মা, দিনকর শর্মা, শিরশ কুমার, ই. সি. বিদ্যা সাগর, আর উপেন্দ্র প্রতাপ সিং, মিসেস খেয়ালি, ডি. কে. দেবেশ, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি **এম. আর. শাহ, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১. প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদনটি প্রার্থনার শর্তাবলীতে অনুমোদিত।

১.১ অনুমতি মঞ্জুর।

২. পাটনার হাইকোর্ট কর্তৃক ২০০৬ সালের ১৮২৯ নং দেওয়ানি সংশোধনে গৃহীত ১২.০৩.২০১৩ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করছি, যার মাধ্যমে আমি উচ্চ আদালত উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং প্রদত্ত আদেশটি নিশ্চিত করেছে

বিদ্বান মুন্সিফ, দানাপুর কর্তৃক ২০০৩ সালের ১৯ নং শিরোনাম মামলায় পাস করা ২৮.০৮.২০০৬ তারিখ যার দ্বারা বিদ্বান বিচার আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি।১ (d) (এরপরে 'দেওয়ানী কার্যবিধি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য মূল আসামীর জমা দেওয়া আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, মূল আসামী বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৩. সংক্ষেপে বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

যে মূল বাদী এবং তার ভাই শেও প্রসন্ন সিং যৌথভাবে ১৯৬৫ সালে বিতর্কিত মামলা জমি কিনেছিলেন। যে মূল বাদী, যিনি এখানে মূল আসামীর পিতা, এবং তার প্রয়াত ভাই শেও প্রসন্ন সিং এখানে ০৬.০৩.১৯৮১-এ আবেদনকারীর পক্ষে উপহারের একটি নিবন্ধিত দলিল কার্যকর করে মামলা জমি উপহার দিয়েছিলেন এবং তাকে দখল করেছিলেন। যে আবেদনকারী এখানে মূল আসামী যৌথ হিন্দু পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ করার জন্য তার ভাই এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ২০০১ সালের একটি টি. এস. (পার্টিশন) মামলা নং ২০৩ চালু করেছিলেন। যে বর্তমান মামলায় মূল বাদীও একই মামলায় ১০ নম্বর আসামী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। এটি প্রতীয়মান হয় যে উপরোক্ত বিভাজন মামলার অভিযোগের একটি অনুলিপি সহ সমনটি বাদী-উত্তরদাতার কাছে এখানে ২১.১২.২০০১-এ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। যে শেও প্রসন্ন সিং ১৫.১২.২০০২-এ মারা গিয়েছিলেন। এরপরে, উত্তরদাতা একা এখানে-মূল বাদী আবেদনকারীর পক্ষে সম্পাদিত ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলটি আড়ম্বরপূর্ণ এবং লজ্জাজনক লেনদেন এবং উপহার দেওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও মালিকানা ও দখল নেই বলে ঘোষণার জন্য দানাপুরের মুন্সিফের আদালতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২০০৩-এর টি. এস. নং ১৯ দায়ের করেছিলেন এবং তাই এটি তাঁর উপর বাধ্যতামূলক নয়। মামলা সম্পত্তির উপর তাঁর দখল নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রার্থনাও করা হয়েছিল এবং যদি তিনি দখল থেকে বেরিয়ে আসেন, তবে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ফরমান পাস করা হবে।

৩.১. যে আবেদনকারী এখানে-মূল আসামী তার লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে, আদেশ ৭ বিধি ১১ আর/ডাব্লু আদেশ XIV, বিধি ২ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য এই ভিত্তিতে আবেদন করেছিলেন যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, কারণ উপহারের দলিলটি ০৬.০৩.১৯৮১-এ কার্যকর করা হয়েছে, সীমা আইনের ৫৯ অনুচ্ছেদের অধীনে মামলাটি উপহার দলিল কার্যকর করার দলিলের তিন বছরের মধ্যে দায়ের করা উচিত ছিল, যেখানে এটি দলিল কার্যকর হওয়ার ২২ বছরেরও বেশি সময় পরে দায়ের করা হয়েছে। এটি আরও প্রমাণিত হয়েছিল যে মামলাটি নয়

সাক্ষ্য আইনের ৯১ এবং ৯২ ধারার পাশাপাশি নিবন্ধকরণ আইনের ৪৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

৩.২ যে মুন্সিফ, দানাপুর ২৮.০৮.২০০৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে যে রেকর্ড এবং অন্যান্য নথির পর্যালোচনা থেকে, সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য মৌখিক প্রমাণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অতএব, উভয় পক্ষের দ্বারা প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার পরেই প্রশ্নটি বিচার করা হবে।

৩.২. মুন্সিফের আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে দানাপুরের আপিলকারী এখানে-মূল আসামী আদেশ ৭ বিধি ১১ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে হাইকোর্টে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেন। বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে এবং মুন্সিফ, দানাপুরের আদেশ ৭ বিধি ১১ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আদেশটি নিশ্চিত করেছে। অতএব, মূল আসামীর অনুরোধে বর্তমান আপিল।

৪. আবেদনকারী-মূল আসামীর পক্ষ থেকে শিক্ষিত কৌঁসুলি-জোরালোভাবে বলেছেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের পাশাপাশি বিচার আদালত উভয়ই আদেশ ৭ বিধি ১১ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান না করে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে।

৪.১ আবেদনকারী-মূল আসামীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে নিবন্ধিত উপহার দলিলটি ১৯৮১ সালে মূল বাদী দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল। ২০০৩ সাল পর্যন্ত কোনও সময়েই মূল বাদী এবং তাঁর ভাই প্রয়াত শেও প্রসন্ন সিং নিবন্ধিত উপহার দলিলটিকে ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের বিরোধ করেননি। এটি জমা দিয়েছিল যে তাই নথিভুক্ত উপহার দলিলকে বিরোধ করে বাদী দ্বারা দায়ের করা বর্তমান মামলাটি নিবন্ধিত উপহার দলিল কার্যকর করার তারিখ থেকে প্রায় ২২ বছর পরে ছিল এবং তাই, এটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল, আরও বিশেষ করে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫৯ অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে।

৪.২ আপীলকারী-মূল আসামীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি আরও বলেন যে, হাইকোর্টের পাশাপাশি বিচার আদালতেরও এই সত্যটির প্রশংসা করা উচিত ছিল যে নিছক চতুরতার সাথে খসড়া তৈরি করে বাদী সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে মামলাটি আনতে পারবেন না, যদি অন্যথায় এটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়। এটি জমা দেয় যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, মূল বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে

বিশেষভাবে ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের নিবন্ধিত উপহার দলিলটি আলাদা করে রাখার জন্য প্রার্থনা করুন। এটি জমা দেওয়া হয় যে বাদী যদি এই ধরনের ত্রাণ চেয়ে থাকেন, তবে সেই ক্ষেত্রে বাদী জানতেন যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে খারিজ করা হবে। এটি জমা দিয়েছে যে, তাই, বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে বিশেষভাবে নিবন্ধিত উপহার দলিল বাতিল এবং বাতিল করার ত্রাণের জন্য জিজ্ঞাসা করেননি।

৪.৩. টি. অরিভাণ্ডম ওয়াই. টিভি. সত্যপাল (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ৪৬৭; রাম সিং বনাম গ্রাম পঞ্চায়েত মহল কালান (১৯৮৬) ৪ এস. সি. সি ৩৬৪ এবং মদনুরি শ্রী রাম চন্দ্র মূর্তি বনাম সৈয়দ জালাল (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ১৭৪-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, এটি বর্তমান আপিলের অনুমতি দেওয়ার এবং বাতিল করার এবং বিবাদী দ্বারা জমা দেওয়া আদেশ ৭ বিধি ১১ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বিতর্কিত আদেশগুলি বাতিল করার অনুরোধ করেছে।

৪.৪ আবেদনকারী-মূল আসামীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি আরও বলেন যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে আবেদনটি বিবেচনা করার সময় এই আদালত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে কেবল বাদীর বক্তব্যগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৪.৫ আবেদনকারী-মূল আসামীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি আরও বলেন যে, যদি চতুরতার সাথে খসড়া তৈরি করা কোনও পদক্ষেপের কারণের বিভ্রম তৈরি করে থাকে, যেমনটি এই আদালত সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনাতে পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে আদালতকে অবশ্যই প্রথম শুনানিতে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১০-এর অধীনে পক্ষকে অনুসন্ধান করে পরীক্ষা করতে হবে। এটি আরও জমা দিয়েছে যে, অতএব, ৭-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে। অরিভাণ্ডম (সুপ্রা), একজন সক্রিয় বিচারক দায়িত্বজ্ঞানহীন আইনি মামলার উত্তর। এটি জমা দেওয়া হয় যে, বর্তমান মামলায়, যদি বাদীপত্রে বর্ণিত তথ্যের সমষ্টি এবং সমগ্রভাবে বাদীপক্ষের বক্তব্যগুলি বিবেচনা করা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে মামলাটি কেবল পি সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয়, এটি একটি বিরক্তিকর এবং অযোগ্য মামলা এবং তাই, অভিযোগটিকে দেওয়ানী কার্যবিধির নিয়ম ৭ আদেশ ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন। তার জমা দেওয়ার সমর্থনে, আবেদনকারী-মূল বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী টি%-তে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। অরিভাণ্ডম (সুপ্রা); চার্চ অফ ক্রাইস্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট অ্যান্ড এডুকেশনাল চ্যারিটেবল সোসাইটি বনাম পোনিয়ামম্যান এডুকেশনাল ট্রাস্ট (২০১২) ৮ এসসিসি ৭০৬; এ. বি. সি. ল্যামিনার্ট প্রাইভেট লিমিটেড। বনাম এ. পি. এজেন্সি (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি. ১৬৩; ব্লুম ডেকোর লিমিটেড বনাম সুভাষ হিমতলাল দেশাই (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি. ৩২২; সোপান সুখদেও সাবলে বনাম সহকারী চ্যারিটি কমিশনার (২০০৪) ৩ এস. সি. সি. ১৩৭; শাম লাল ওরফে কুলদিপ বনাম সঞ্জীব আর

কুমার (২০০৯) ১২ এস. সি. সি. ৪৫৪; এম. এন. ডব্লিউ. ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি বনাম মারিয়াম্মা (মৃত) প্রস্তাবিত এল. আর. এ. আই. আর ২০০৫ এস. সি. ২৮৯৭ এবং রাম প্রকাশ গুপ্ত বনাম রাজীব কুমার গুপ্ত (২০০৭) ১০ এস. সি. সি. ৫৯। উপরের দাখিলগুলি করে, বর্তমান আপিলটি বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং হাইকোর্টের পাশাপাশি ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক আদেশ ৭ বিধি ১১ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং ফলস্বরূপ উক্ত আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৫. মূল বাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

৫.১ মূল বাদীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জোরালোভাবে বলেন যে সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি আইন ও তথ্যের একটি মিশ্র প্রশ্ন এবং যার জন্য পক্ষগুলির দ্বারা প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং তাই উভয়ই, হাইকোর্টের পাশাপাশি বিদ্বান বিচার আদালত, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে দ্বারপ্রান্তে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে যথাযথভাবে অস্বীকার করেছে।

৫.২. মূল বাদীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি আরও বলেন যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে আবেদনটি বিবেচনা করার সময় শুধুমাত্র বাদীপক্ষের অভিযোগগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন, প্রতিরক্ষা এবং/অথবা বিবাদীর দায়ের করা লিখিত বিবৃতি নয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, বাদী ২০০১ সালে উপহার দলিল সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, যখন বাদী ২০০১ সালের টি. এস. নং ২০৩ চালু করেছিলেন এবং ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের নিবন্ধিত উপহার দলিলের ভিত্তিতে তাঁর অধিকার দাবি করেছিলেন। এটি ১ জমা দিয়েছে যে, ২০০১ সাল পর্যন্ত, বাদী নিবন্ধিত উপহার দলিলের ভিত্তিতে তার অধিকার দাবি করেনি এবং তাই, বাদী ২০০১ সালে নিবন্ধিত উপহার দলিল সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং যখন মামলাটি ২০০৩ সালে দায়ের করা হয়েছিল, তখন মামলাটিকে সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলা যায় না। এটি জমা দেওয়া হয় যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে আইন ও তথ্যের একটি মিশ্র প্রশ্ন বলা যেতে পারে, যেমনটি বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, প্রমাণ উভয় পক্ষের নেতৃত্বে হওয়া প্রয়োজন এবং কেবল তার পরেই, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি জমা দেওয়া হয় যে, তাই, হাইকোর্ট যথাযথভাবে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করেছে।

৫.৩ উপরের জমা দেওয়ার মাধ্যমে, এটি 'এ'-এর বর্তমান আপিল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছে।

৬. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতার বক্তব্য দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি। আমরা হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশের পাশাপাশি ট্রায়াল কোর্টের আদেশ পর্যালোচন করেছি, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করেছি। আমরা ১ নং অভিযোগটিও বিবেচনা করেছি।

৬.১ শুরুতে, এটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাদী আসামীর বিরুদ্ধে এই ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করেছেন যে বাদী ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলের ভিত্তিতে কোনও মালিকানা ও দখল অর্জন করেননি এবং বাদী উক্ত সম্পত্তিতে মালিকানা ও দখল পেয়েছেন। মামলায় বাদী নিম্নলিখিত ত্রাণের জন্য অনুরোধ করেছেনঃ

'ক যে উপরে বর্ণিত তথ্যগুলির বিচারের পরে, এটি ঘোষণা করা হবে যে বিবাদী ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহারের উক্ত শোভিত দলিলের ভিত্তিতে কোনও মালিকানা এবং দখল অর্জন করেনি এবং বাদী পি উক্ত সম্পত্তিতে মালিকানা এবং দখল পেয়েছে।

খ. এটি ঘোষণা করা হবে যে, ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উক্ত শোভনীয় উপহার দলিলটি বাদীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

গ. যে বাদীর দখল মামলা সম্পত্তির উপর অব্যাহত থাকবে এবং ১n মামলা যদি তার দখলের বাইরে পাওয়া যায়, তবে বাদীর পক্ষে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ফরমান এফ পাস করা হবে।

ঘ. যে বিবাদীকে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশের মাধ্যমে মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন মোকদ্দমার জমির উপর বাদীর হস্তান্তর বা দখলদারিত্বে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা হবে। এফ. ই. যে মামলার খরচ বাদীকে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদান করা হবে।

ঙ. মামলার যাবতীয় খরচ বিবাদীপক্ষের পরিবর্তে বাদীর অনুকূলে প্রদান করা হোক।

চ. এছাড়া অন্য যে কোনো প্রতিকার যা আদালতের নিকট উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়, তা বিবাদীপক্ষের পরিবর্তে বাদীর অনুকূলে মঞ্জুর করা হোক।

অভিযোগের বক্তব্য বিবেচনা করে, এটি দেখা যায় যে, বাদী বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন যে বাদী এবং তার ভাই ০৬.০৩.১৯৮১-এ উপহার দলিলটি কার্যকর করেছেন। এটি স্বীকার করা হয় যে উপহার দলিলটি একটি নিবন্ধিত উপহার দলিল। এটি অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয় যে ২০০৩ সাল পর্যন্ত,

বাদী বা তাঁর ভাই (তাঁর জীবদ্দশায়) কেউই ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলকে বিরোধ করেননি বা কোনও সময়েই দাবি করেননি যে ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলটি উপহারের একটি আড়ম্বরপূর্ণ দলিল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি বিবাদী-আবেদনকারী যিনি ২০০১ সালে তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেছিলেন যার মধ্যে এমনকি বাদীও বিবাদী নং ১০ হিসাবে একটি পক্ষ ছিলেন এবং এটি আপিলকারী দ্বারা দায়ের করা একটি বিভাজন মামলা ছিল। এটি প্রতীয়মান হয় যে সমন এবং অভিযোগের অনুলিপি-টি. এস. (পার্টিশন) স্যুট নং ২০৩ ২০০১-বাদীকে ২০০১ সালেই প্রদান করা হয়েছিল। তবুও, বাদী অভিযোগপত্রে দাবি করেছেন যে এটি ১০.০৪.২০০৩-এ উপহার দলিল সম্পর্কে বাদীর জ্ঞাতিতে এসেছে। সুতরাং, বাদী ২০০৩ সাল পর্যন্ত কখনও উপহার দলিল নিয়ে বিতর্ক করেননি এবং/অথবা কখনও দাবি করেননি যে ০৬.০৩.১৯৮১ তারিখের উপহার দলিলটি উপহারের একটি শোভনীয় দলিল ছিল। উপরোক্ত তথ্য এবং পরিস্থিতির সাথে, আপিলকারী-মূল বিবাদী দ্বারা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য জমা দেওয়া আবেদন বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬.২ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে আবেদনের সুযোগ এবং পরিধি বিবেচনা করার সময়, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর উপর এই আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ এবং বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬.৩, টি. অরিভাণ্ডম (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ এবং এই ধরনের আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ট্রায়াল কোর্টের ফরমান এর একই বিধান বিবেচনা করার সময়, এই আদালত ৫ নং অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ

> ৫. বারবার এবং অনুশোচনাহীনভাবে আদালতের প্রক্রিয়ার চরম অপব্যবহারের জন্য আবেদনকারীকে নিন্দা করতে আমাদের সামান্যতম দ্বিধা নেই। হাইকোর্টের রায়ে পাওয়া তথ্যের বিবৃতি থেকে এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে ব্যাঙ্গালোরের ফার্স্ট মুন্সিফ আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন মামলাটি প্লেনেট গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের করুণার সুস্পষ্ট অপব্যবহার। বিদ্বান মুন্সিফকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যদি কোনও অর্থবহ-আনুষ্ঠানিক নয়-অভিযোগটি পাঠ করা স্পষ্টভাবে বিরক্তিকর এবং অযোগ্য হয়, এই অর্থে যে এটি মামলা করার একটি স্পষ্ট অধিকার প্রকাশ করে না, তবে তাকে আদেশ ৭, বিধি ১১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে যাতে তাতে উল্লিখিত ভিত্তিগুলি পূরণ হয়। এবং, যদি চতুর খসড়াটি কোনও পদক্ষেপের কারণের বিভ্রম তৈরি করে থাকে, তবে আদেশ ১০, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে পক্ষকে অনুসন্ধান করে প্রথম শুনানিতে এটি মুছে ফেলুন। একজন সক্রিয় বিচারক হলেন ৭টি দায়িত্বজ্ঞানহীন আইনি মামলার উত্তর.....”

৬.৪ চার্চ অফ ক্রাইস্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং/এডুকেশনাল চ্যারিটেবল সোসাইটির (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, ১৩ নং অনুচ্ছেদে এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছেঃ

> ১৩. বাদীর উক্তিগুলি খতিয়ে দেখার সময়, পদক্ষেপের কারণ নির্ধারণ করা বিচার আদালতের বাধ্যতামূলক কর্তব্য। পদক্ষেপের কারণ হ 'ল আইনের সাথে গৃহীত একগুচ্ছ তথ্য যা তাদের জন্য প্রযোজ্য তা বাদীকে আসামীর বিরুদ্ধে ত্রাণের অধিকার দেয়। বাদীকে ফরমান পেতে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি তথ্য স্পষ্ট শর্তে নির্ধারণ করা উচিত। "পদক্ষেপের কারণ" শব্দের অর্থ খুঁজে বের করা উপযুক্ত। পদক্ষেপের কারণে অবশ্যই আসামীর দ্বারা করা কিছু কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে কারণ এই জাতীয় আইনের অনুপস্থিতিতে কোনও পদক্ষেপের কারণ সম্ভবত অর্জিত হতে পারে না।

৬.৫. এ. বি. সি. ল্যামিনার্ট পাইট লিমিটেড বনাম এ. পি. এজেন্সিজ, সালেম (উপরে) মামলায়, এই আদালত "কর্মের কারণ"-এর অর্থ নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেঃ

> "১২. একটি পদক্ষেপের কারণ মানে প্রতিটি সত্য, যা যদি অতিক্রম করা হয়, তবে বাদীটির জন্য আদালতের রায়ের অধিকারকে সমর্থন করার জন্য এটি প্রমাণ করা প্রয়োজন হবে। অন্য কথায়, এটি এমন একগুচ্ছ তথ্য যা তাদের জন্য প্রযোজ্য আইনের সাথে নেওয়া বাদীকে আসামীর বিরুদ্ধে ত্রাণের অধিকার দেয়। এতে অবশ্যই আসামীর দ্বারা করা কিছু কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে কারণ এই জাতীয় কাজের অনুপস্থিতিতে কোনও পদক্ষেপের কারণ সম্ভবত জমা হতে পারে না। এটি মামলা দায়ের করা অধিকারের প্রকৃত লঙ্ঘনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তবে এতে সমস্ত বস্তুগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধরনের তথ্য প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ এর মধ্যে নেই, তবে বাদী একটি ফরমান পেতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি তথ্য রয়েছে। যা কিছু প্রমাণিত না হলে বিবাদীকে অবিলম্বে বিচারের অধিকার দেবে তা অবশ্যই পদক্ষেপের কারণের অংশ হতে হবে। তবে বিবাদী যে প্রতিরক্ষা স্থাপন করতে পারে তার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই এবং এটি বাদী দ্বারা অনুরোধ করা ত্রাণের চরিত্রের উপর নির্ভর করে না।

৬.৬ সোপান সুখদেও সাবলের (উপরে) ক্ষেত্রে ১১ এবং ১২ অনুচ্ছেদে এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> ১১. ইন. ৭. সি. লিড. বনাম ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনাল [(১৯৯৮) ২ এস. সি. সি. ৭০]-এ বলা হয়েছিল যে বিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর অধীনে দায়ের করা একটি আবেদনের বিষয়ে কাজ করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল প্রশ্নটি হল পদক্ষেপের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা

বিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১১ থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে অভিযোগ বা বিশুদ্ধভাবে বিভ্রান্তিকর কিছু বলা হয়েছে।

> ১২. বিচার আদালতকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অভিযোগটির অর্থবহ এবং আনুষ্ঠানিক পাঠে যদি মামলা দায়েরের স্পষ্ট অধিকার প্রকাশ না করার অর্থে এটি স্পষ্টভাবে বিরক্তিকর এবং অযোগ্য হয়, তবে এতে উল্লিখিত ভিত্তি পূরণ করার জন্য বিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। যদি চতুর খসড়া কোনও পদক্ষেপের কারণের বিভ্রম তৈরি করে থাকে, তবে বিধির আদেশ ১০-এর অধীনে পক্ষকে অনুসন্ধান করে প্রথম শুনানিতে এটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা করতে হবে। (দেখুন ৭. অরিভাণ্ডম বনাম টিভি সত্যপাল (উপরে)।"

৬.৭ মদনুরি শ্রী রামচন্দ্র মূর্তির (উপরে) ক্ষেত্রে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছেঃ

> ৭. আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে যদি উক্ত বিধানে বর্ণিত শর্তগুলি পূরণ করা হয়। এটি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন নেই যে আদেশ ৭ বিধি ১১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে ক্ষমতা মামলাটির যে কোনও পর্যায়ে আদালত প্রয়োগ করতে পারে। আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি যা খতিয়ে দেখা দরকার তা কেবল অভিযোগের বক্তব্য। যদি অভিযোগের সম্পূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ পাঠে দেখা যায় যে মামলাটি কোনও মামলা করার অধিকার প্রকাশ না করার অর্থে স্পষ্টভাবে বিরক্তিকর এবং অযোগ্য, আদালতকে আদেশ ৭ বিধি ১১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। যেহেতু দ্বারপ্রান্তে দেওয়ানি পদক্ষেপ বাতিল করার জন্য আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা কঠোর, তাই অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদেশ ৭ বিধি ১১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে বর্ণিত শর্তগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অভিযোগগুলি কোনও পদক্ষেপের কারণ প্রকাশ করে কিনা বা মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য অভিযোগের বক্তব্যগুলি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে। এটি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন নেই যে কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ মামলাটি সর্বদা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য আসামীর আবেদন বিবেচনা করার সময় লিখিত বিবৃতির পাশাপাশি আসামীর যুক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে গুরুত্বহীন। এমনকি যখন বাদীতে করা অভিযোগগুলি তাদের মুখের মূল্যে সামগ্রিকভাবে সঠিক বলে মনে করা হয়, যদি তারা দেখায় যে মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, বা পদক্ষেপের কারণ প্রকাশ না করে, তখন এর জন্য আবেদন

অভিযোগ প্রত্যাখ্যান গ্রহণ করা যেতে পারে এবং আদেশ/৭ বিধি ১১ দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি চতুরতার সাথে অভিযোগের খসড়া তৈরি করা কোনও পদক্ষেপের কারণের বিভ্রম তৈরি করে থাকে, তবে আদালত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে বন্ধ করে দেবে যাতে ভুয়ো মামলা-মোকদ্দমা প্রাথমিক পর্যায়ে শেষ হয়।

৬.৮ রাম সিং (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে যখন মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন বাদীকে চতুরতার সাথে খসড়া তৈরি করার মাধ্যমে সেই বিধানকে ফাঁকি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না যাতে সেই পরিস্থিতিগুলির উল্লেখ এড়ানো যায়, যার দ্বারা মামলাটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ।

৭. উপরে উল্লেখিত রায়গুলিতে এই আদালত কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধি-এর আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে যে আইন নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি বর্তমান মামলার প্রকৃত ঘটনা ও মামলার অভিযোগের আলোকে প্রয়োগ করে আমরা এই মত পোষণ করি যে উভয় নিম্ন আদালত আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে গঠনমূলক ভুল করেছে। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এটি অস্বীকার করা হয়নি যে দানপত্রটি মূল বাদী নিজে এবং তার ভাই একত্রে সম্পাদন করেছিলেন। দানপত্রটি একটি রেজিস্টার্ড দানপত্র ছিল। দানপত্র সম্পাদনের বিষয়টি বাদী অস্বীকার করেননি। বাদীর বক্তব্য হলো যে দানপত্রটি একটি মিথ্যা দানপত্র এবং তাই এটি তার উপর বাধ্যতামূলক নয়। তবে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রায় ২২ বছর ধরে, বাদী বা তার ভাই (যিনি ১৫.১২.২০০২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন) কোনো সময় দাবি করেননি যে দানপত্রটি একটি মিথ্যা দানপত্র ছিল। দানপত্রের একজন প্রণেতা – বাদীর ভাই জীবদ্দশায় কখনোই দাবি করেননি যে দানপত্রটি একটি মিথ্যা দানপত্র। এটি আপিলকারী – মূল বিবাদী – যিনি ২০০১ সালে বিভাজনের জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন এবং উক্ত মামলা তার ভাইদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে বাদী বিবাদী নং ১০ হিসাবে যুক্ত হন। মনে হয় যে বিভাজন মামলা (টি. এস. পার্টিশন মামলা নং, ২০৩, ২০০১ সালের)-এর সমন ২০০১ সালেই বিবাদী নং ১০ – এখানে বাদী – এর কাছে পৌঁছানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, তিনি ২০০৩ সালে বর্তমান মামলা দায়ের করেন। এমনকি মামলার অভিযোগ থেকে বোঝা যায় যে এই ২২ বছরের সময়কাল অর্থাৎ ১৯৮১ থেকে ২০০১/২০০৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মামলার সম্পত্তি আপিলকারী – মূল বিবাদী – দ্বারা বন্ধক রাখা হয়েছিল এবং বন্ধকপত্র সম্পাদিত হয়েছিল। অতএব, মামলার অভিযোগ এবং অভিযোগে উল্লিখিত ঘটনাবলির আলোকে আমরা এই মত পোষণ করি যে কৌশলগত খসড়ার মাধ্যমে বাদী মামলাটি সময়সীমার মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছেন, যা অন্যথায় আইনের সময়সীমা দ্বারা নিষিদ্ধ।

অরিভাণ্ডম (উপরে) এবং অন্যান্য, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, এবং যেহেতু মামলাটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, তাই অভিযোগ গুলি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন।

৭.১ এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে, বাদী কখনও উপহার দলিলটি বাতিল করার জন্য কোনও ঘোষণার জন্য আবেদন করেননি। আমরা মনে করি যে এই জাতীয় প্রার্থনাটি চতুরতার সাথে জিজ্ঞাসা করা হয় না। যদি এই জাতীয় প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করা হত, তবে সেই ক্ষেত্রে, মামলাটি সীমাবদ্ধতা আইনের ৫৯ অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে সীমাবদ্ধতার দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলা যেতে পারে এবং তাই, সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কেবল একটি ঘোষণা চাওয়া হয়, বিশেষত, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫৯ অনুচ্ছেদ। উপরোক্ত দিকটিও হাইকোর্টের পাশাপাশি লর্ড ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি।

৮. এখন, যতদূর পর্যন্ত মূল বাদীর পক্ষে আবেদন এবং এমনকি বিদ্বান বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের দ্বারা করা পর্যবেক্ষণ যে সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত প্রশ্নটি আইন ও তথ্যের একটি মিশ্র প্রশ্ন, যা শাম লাল ওরফে কুলদিপ (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ধরে নিয়েছে, পক্ষগুলি প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে; এন. ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি (উপরে) পাশাপাশি রাম প্রকাশ গুপ্তের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, বাদীপক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে যদি দেখা যায় যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, তবে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।

৯. উপরের এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের অভিমত হল যে, হাইকোর্টের পাশাপাশি বিদ্বান বিচার আদালত উভয়ই দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান না করে ভুল করেছে। উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, হাইকোর্টের পাশাপাশি বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বহাল রাখা যায় না এবং এগুলি বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য। ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় ও আদেশের পাশাপাশি দানাপুরের মুন্সিফ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি মূল আসামীর দায়ের করা আদেশ ৭ বিধি ১১ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, জমা দেওয়া আবেদনটি বাতিল করা হয়েছে

আপিলকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ, ৭ বিধি ১১-এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ২০০৩ সালের ১৯ নং শিরোনাম মামলা হওয়ায় অভিযোগটি এতদ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বর্তমান আপিলটি উপরের শর্তাবলী অনুসারে অনুমোদিত। কোনও খরচ নেই।

দিব্যা পান্ডে *আপিল অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu